

বর্তমানে পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়নের ধারণা প্রাধান্য লাভ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিমাপ কৌশল এবং পদ্ধতির উদ্ভব ও প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের মধ্যে অন্যতম হল—গ্রেডিং পদ্ধতি, প্রশ্ন-ব্যাঙ্ক, সেমিস্টার সিস্টেম ইত্যাদি। নিম্নে এদের কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিতীয় পরিচ্ছেদ ► গ্রেড পদ্ধতি

বর্তমানে নম্বর প্রদানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে নানা ধরনের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যেমন—(১) একই পত্রের নম্বরদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়,

ভূমিকা

(২) বিষয়গত দিক থেকে নম্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, (৩) শিক্ষার্থীর

জ্ঞানমূলক (Cognitive, অনুভূতিমূলক (Affective) ও মনশালকমূলক (Psychomotor) দিকগুলি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না, (৪) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা 100 পয়েন্ট ক্ষেত্রে সমগ্রুত্ব অনুযায়ী সম এককে ভাগ করা যায় না ইত্যাদি। এইসব ত্রুটি দূর করবার জন্যই গ্রেড পথা প্রবর্তন করার কথা ভাবা হয়।

গ্রেড পথা হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একদল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাকে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়। তারপর তাদের প্রদত্ত সাংখ্যমানকে ইংরেজি বর্ণমালা A, B, C.....

ধারণা

ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্ত গ্রেডের দ্বারা তাদের পারদর্শিতার মাত্রা নির্দেশ করা হয়। এক্ষেত্রে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে A দ্বারা ভালো, B দ্বারা মাঝামাঝি এবং C দ্বারা খারাপ বোঝানো হয়ে থাকে—যা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ প্রদত্ত গ্রেডের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তাই বর্তমানে রাশিবিজ্ঞানের বিশেষ হয়ে থাকে—(১) আপেক্ষিক গ্রেড (Relative Grading) এবং (২) চরম গ্রেড (Absolute Grading)

আপেক্ষিক গ্রেড পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে প্রথমেই ভালো, মাঝামাঝি, খারাপ ইত্যাদি দলে বিন্যস্ত করা হয় না। এখানে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে রাশিবিজ্ঞানের স্বাভাবিক বন্টনের নিয়ম অনুসারে 5-পয়েন্ট, 7-পয়েন্ট বা 9-পয়েন্ট ক্ষেত্রে সাজানো হয়। উপরোক্ত

দিকে অবস্থান করে মাঝারি দলের চেয়ে ভালো দল (Average Group), দক্ষিণ অবস্থান করে মাঝারির চেয়ে দুর্বল দল (Poorer than Average Group) এবং বামদিকে দলের দক্ষিণ দিকের গ্রেডমান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বামদিকের গ্রেডমান ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। আর স্বাভাবিক বন্টনের নিয়ম অনুযায়ী অবস্থানরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাঝারানে সব থেকে বেশি হয় এবং বন্টনের দুই প্রান্তের দিকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এক্ষেত্রে 5-পয়েন্ট ক্ষেত্রে গ্রেডগুলি যেভাবে প্রকাশ করা হয় তা হল—A, B, C, D এবং E। আবার 7-পয়েন্ট ক্ষেত্রে গ্রেডগুলি হবে যথাক্রমে O, A, B, C, D, E এবং F। অন্যদিকে 9-পয়েন্ট ক্ষেত্রে গ্রেডগুলি হবে

প্রকাশ করা হয় যথাক্রমে O, A⁺, A, B⁺, B, C⁺, C, D এবং E দ্বারা। প্রত্যেকটি স্কেলকে স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করলে এক একটি গ্রেডে যত শতাংশ শিক্ষার্থী অবস্থান করবে তা উদাহরণ সহ নিম্নের সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হল।

5-পয়েন্ট স্কেল

		শতাংশ বণ্টন	শতাংশ (400 জনের ভিত্তিতে ক্ষেত্র)
5	A	7	28
4	B	24	96
3	C	38	152
2	C	24	96
1	D	7	28

7-পয়েন্ট স্কেল

		শতাংশ বণ্টন	শতাংশ (400 জনের ভিত্তিতে ক্ষেত্র)
7	O	3	12
6	A	7	28
5	B	22	88
4	C	36	144
3	D	22	88
2	E	7	28
1	F	3	12

9-পয়েন্ট স্কেল

		শতাংশ বণ্টন	শতাংশ (400 জনের ভিত্তিতে ক্ষেত্র)
10	O	4	16
9	A ⁺	7	28
7	A	12	48
6	B ⁺	17	68
5	B	20	88
4	C ⁺	17	68
3	C	12	48
2	D	7	28
1	E	4	16

আপেক্ষিক গ্রেড পদ্ধতিতে কোনো শিক্ষার্থীর গ্রেডমান নির্ণয় করা হয় শিক্ষার্থী যে দলে অবস্থান করে তার সাপেক্ষে—পূর্ণক বা population-এর ভিত্তিতে তা নির্ণয় করা হয় না। তার ফলে গ্রেডমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু আন্তি আসতে পারে। আবার অন্যদিকে, বিভিন্ন দলের ভিত্তিতে একই শিক্ষার্থীর গ্রেডমান ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু চরম গ্রেড পদ্ধতিতে গ্রেড নির্ণয় করার সময় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও দল নির্দিষ্ট রাখা হয়। এছাড়া একটি নথরের পাইয়া (Range)-র মধ্যে গ্রেডমান প্রদান করা হয়। যে বিশেষ পাইয়া বা Range-এর মধ্যে শিক্ষার্থীটি

অবস্থান করে, সেই পাত্রার সংশ্লিষ্ট গ্রেডটি তাকে প্রদান করা হয়। নিম্নে 7-পয়েন্ট স্কেলের চৈত্য গ্রেড পদ্ধতির নমুনা উল্লেখ করা হল।

গ্রেড পয়েন্ট	প্রশ্নের পাত্রা (Range)
7	O
6	A
5	B
4	C
3	D
2	E
1	F

সাংখ্যমানের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে তা দূর করার জন্য বর্তমানে গ্রেড পথার প্রচলন হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত দু'ধরনের ধৰণ দেখা যায়—একটি হল নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া (Fixed Response) যা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অপরটি হল মুক্ত প্রতিক্রিয়া (Free Response) যা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে তিনি ধরনের প্রশ্নের জন্য গ্রেড পদ্ধতি হবে পৃথক পৃথক প্রকৃতির। নিম্নে প্রত্যেক ধরনের প্রশ্নের জন্য গ্রেডমান নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল।

রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে সব গুণমানের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হয়, তা হল—স্পষ্টতা, বোধগম্যতা, রচনাশৈলিতা, উত্তরের শুধুতা ইত্যাদি। মনে করা যাক যে, 7-পয়েন্ট স্কেলের ভিত্তিতে রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে লিখিত উত্তরের ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়া হবে। এই পর্যায়ে যে স্কেলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য গ্রেডমান বসানো হবে তার গুণগত মান, গ্রেড পয়েন্ট ও গ্রেডের পাত্রা (Range) নিম্নে সারণির সাহায্যে উল্লেখ করা হল।

সারণি নং—I

A	অত্যন্ত ভালো (Excellent)	6	5.50 এবং তার উপরে
B	যথেষ্ট ভালো (Very Good)	5	4.50-5.49
C	ভালো (Good)	4	3.50-4.49
D	গড়পড়তা (Average)	3	2.50-3.49
E	মন্দের ভালো (Fair)	2	1.50-2.49
F	নিম্নমাত্রা (Marginal)	1	0.50-1.49
G	দুর্বল (Poor)	0	0.00-0.49

মনে করা যাক যে, রচনাধর্মী পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী ৪টি প্রশ্নে যথাক্রমে B, C, E এবং D গ্রেড পেয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রেডমান হবে নিম্নরূপ।

$$\text{রচনাধর্মী পরীক্ষায় গ্রেডমান} = \frac{B+C+E+D}{4}$$

$$= \frac{5+4+2+3}{4} \text{ [প্রাপ্ত গ্রেডকে তার পাইয়ায় রূপান্তরিত করে।}$$

$$= 3.5 \text{ বা গ্রেড 'C'}$$

[উপরোক্ত সারণি নং—I থেকে গ্রেড পয়েন্ট 3.5-কে গ্রেডের পাইয়ায় ভিত্তিতে গ্রেডে রূপান্তরিত (Converted) করা হল।] সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে গ্রেড প্রদানের নীতিটি হল—(১) নিম্নমানের উভয়ের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হবে শূন্য, (২) গড়পড়তা উভয়ের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হবে এক এবং (৩) ভালো উভয়ের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হবে দুই। এটি হল 3-পয়েন্ট স্কেল। এই স্কেলটি নিম্নে সারণির সাহায্যে প্রকাশ করা হল।

সারণি নং—II

গুণাত্মক মান	গ্রেড পয়েন্ট
ভালো উভয়	2
গড়পড়তা উভয়	1
নিম্নমানের উভয়	0

পুনরায় মনে করা যাক, উক্ত শিক্ষার্থীকে 12টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উভয়ের লেখার জন্য যে সমস্ত গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হয়েছে, তা হল—2, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1 এবং 2। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য তার প্রাপ্ত গ্রেড হবে নিম্নরূপ—

$$\text{সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উভয়ের গ্রেডমান} = \frac{2+1+0+2+1+1+2+0+2+2+1+2}{12} \times 3$$

$$= 4 \text{ বা গ্রেড 'C' } \text{ [সারণি নং—I থেকে প্রাপ্ত]}$$

এখানে 3-পয়েন্ট স্কেলকে 7-পয়েন্টের (0-6) একক (Unit)-এ উন্নীত করার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উভয়ের ক্ষেত্রে 3 দিয়ে গুণ করা হয়েছে।

বস্তুধর্মী (Objective) প্রশ্নের জন্য নম্বর প্রদানের নীতিটি হল—(১) ভুল উভয়ের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হবে শূন্য এবং সঠিক উভয়ের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হবে এক। (২) এটি একটি 2-পয়েন্ট স্কেল। এক্ষেত্রে 2-পয়েন্ট স্কেলকে 7-পয়েন্টের (0-6) একক (Unit)-এ উন্নীত করার জন্য 6 দিয়ে গুণ করতে হবে। মনে করা যাক, উক্ত শিক্ষার্থী 24টি বস্তুধর্মী প্রশ্নের মধ্যে 18টি প্রশ্নের সঠিক উভয়ের প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে তার গ্রেডমান হবে নিম্নরূপ—

$$\text{বস্তুধর্মী প্রশ্নের জন্য গ্রেডমান} = \frac{18}{24} \times 6$$

$$= 4.5 \text{ বা গ্রেড 'B' } \text{ [সারণি নং—I থেকে প্রাপ্ত]}$$

সুতরাং রচনাধর্মী, সংক্ষিপ্ত ও বস্তুধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত গ্রেডকে তার পাইয়ায় রূপান্তরিত করে নিম্নরূপ—

$$\text{গড় গ্রেড} = \frac{C+C+B}{3}$$

$$= \frac{3.5+4+4.5}{3} \text{ [প্রাপ্ত গ্রেডকে তার পাইয়ায় রূপান্তরিত করে]}$$

$$= 4 \text{ বা গ্রেড 'C' } \text{ [সারণি নং—I থেকে প্রাপ্ত]}$$

অর্থাৎ ওই বিষয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর প্রকৃত গ্রেড হল 'C'।

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোনো কিছু সংরক্ষণের স্থানকে বলে ভাস্তর বা ব্যাঞ্জক (Bank)। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সংরক্ষণের স্থানের নাম হল রক্তভাস্তর (Blood Bank), তথ্যভাস্তর (Data Bank), পুস্তক ভাস্তর (Book Bank) ইত্যাদি। এই ধরনের একটি ভাস্তর হল প্রশ্নভাস্তর বা প্রশ্ন-ব্যাঞ্জক (Question Bank)—যেখানে প্রশ্নসমূহ সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনমতো সেই সব প্রশ্নাবলী এখান থেকে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। স্থান যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র, অভিজ্ঞা ও কৌশলসমূহ সঞ্চিত থাকে। এক্ষেত্রে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সূশ্লোচন ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্রের যে ভাস্তর প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করেন, তাকেই বলা হয় প্রশ্নভাস্তর বা প্রশ্ন-ব্যাঞ্জক। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলা। এছাড়াও এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হল—(১) পাঠদান প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক দুর্বলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে শিক্ষককে সাহায্য করা। (২) পাঠ-চলাকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করা। (৩) পাঠদানের শেষে মূল্যায়ন (Summative Evaluation) কালে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ণয়ে সহায়তা করা ইত্যাদি।

প্রশ্নভাস্তর বা প্রশ্ন-ব্যাঞ্জক কতকগুলি গতানুগতিক প্রশ্নের সমাহার নয়। এখানে প্রশ্ন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য উপরে করতে হবে। এই সমস্ত দিকগুলি হল—(১) প্রশ্নের প্রকৃতি, (২) প্রশ্নের কাঠিন্যমান, (৩)

প্রতিটি প্রশ্নের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা, (৪) প্রশ্নের উত্তরের জন্য নির্ধারিত

সময়সীমা, (৫) প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত নম্বর, (৬) প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানপত্র (Scoring Key), (৭) বিষয়বস্তুগত এলাকা (Content Area), (৮) জ্ঞানমূলক ক্ষমতা অর্থাৎ জ্ঞান, প্রয়োগ, বোধগম্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্র প্রভৃতি।

প্রশ্নভাস্তর বা প্রশ্ন-ব্যাঞ্জকে সংরক্ষিত প্রশ্নের ধরনগুলি হল—(১) বস্তুধর্মী প্রশ্ন, (২) সুনির্দিষ্ট

উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, (৩) ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নসমূহ, (৪) প্রকল্পমূলক কাজ বা বহিরঙ্গন অনুসন্ধানমূলক কার্য (Project Work or Field Work), (৫) কোনো নির্দিষ্ট কাজ (Assignment)-এর জন্য প্রশ্নসমূহ ইত্যাদি। এখানে রচনাধর্মী প্রশ্ন সংরক্ষিত হবে না। কারণ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট না হওয়ার জন্য নম্বর প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতার অভাব দেখা যায়।

প্রশ্নভাস্তর বা প্রশ্ন-ব্যাঞ্জক প্রস্তুত করতে হলে প্রস্তুতকর্তাকে যে সকল স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সেগুলি হল—(১) পদ সংগ্রহ, (২) প্রাথমিক যথার্থতা নির্ণয়, (৩) অন্তিম যথার্থতা নির্ণয়,

(৪) প্রাথমিক প্রয়োগ (Try Out) এবং (৫) ভাস্তরজাতকরণ (Storing)।

প্রত্যেকটি স্তর এই পর্যায়ে পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করা হল।
(১) পদ সংগ্রহ: প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করা হয়।

(২) প্রাথমিক যথার্থতা: এই পর্যায়ে তিনটি দিক থেকে সংগৃহীত প্রশ্নগুলির প্রাথমিক যথার্থতা যাচাই করা হয়। এই তিনটি দিক হল—(i) প্রথমেই বিশেষ নির্ণয়কের (Criterion) ভিত্তিতে সংগৃহীত প্রশ্নগুলিকে যাচাই করা হয়। এইরূপ যাচাইয়ের নিরিখে প্রশ্নগুলিকে হয় বাদ দেওয়া হয়, না হয় পরিমার্জন করা হয় অথবা সরাসরি গ্রহণ করা হয়। (ii) শিক্ষার স্তর, শিক্ষণ উদ্দেশ্য, প্রশ্নের প্রকৃতি,

বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিভাগে প্রশ্নগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়। (III) অতিটি প্রশ্নের জন্য সময় নির্ধারণ ও নথৰ বরাবৰ করা হয়।

এই পর্বে একটি নমুনা দলের উপর প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করা হয়। তারপর পদ-বিশ্লেষণ (Item Analysis) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি পদের কাঠিন্যমান ও পার্থক্যসূচক নির্ণয়ক মান নির্ণয় করা হয়। প্রশ্নগুলিকে উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে নির্বাচন বা পরিমার্জন করা হয়।

এই স্তরে অস্তিম পর্যায়ে নির্বাচিত প্রশ্নগুলিকে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় (Representative) দলের উপর প্রয়োগ করে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন-ব্যাঙ্কের শর্তাদি নির্দিষ্ট করা হয়।

এই পর্যায়ে প্রশ্নগুলি বিভিন্ন আকৃতির কার্ডে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।
প্রয়োজনবোধে কম্পিউটারেও এগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

বর্তমানে পরীক্ষাধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্নভান্দার বা প্রশ্ন-ব্যাঙ্কের সুবিধাগুলি হল—(১) পারদর্শিতা বিষয়ক অভীক্ষা (Achievement Test)-র পরিপূরক হিসাবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। (২)

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পাঠ-চলাকালীন ও পাঠদান শেষে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষককে যথাক্রমে তার প্রাথমিক জ্ঞান, দুর্বলতা ও অর্জিত অভিজ্ঞতা পরিমাপ করতে সহায়তা করে। (৩) শিক্ষাক্ষেত্রে সময়ের সাম্রাজ্য ঘটায়, ফলে একাধিকবার প্রয়োজন অনুযায়ী এটি ব্যবহার করা যায়। (৪) প্রশ্নগুলির কার্যকারিতা যাচাই করে পরবর্তী পর্যায়ে এর উন্নতি সাধন খুব সহজেই সম্ভব হয়। (৫) প্রশ্ন-ব্যাঙ্কের ভিত্তিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী পাঠক্রমের পুনর্গঠন ও মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়।

বর্তমানে যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, তাতে শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে যাচাই করতে হলে প্রশ্নভান্দার বা প্রশ্ন-ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর

ব্যবহারযোগ্যতা প্রশাতীত রূপে স্বীকৃত। আবার এই ধরনের প্রশ্ন গঠন করতে অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। এছাড়া এই জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে যে ধরনের অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন তারও প্রচুর অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, প্রশ্নভান্দার বা প্রশ্ন-ব্যাঙ্ক তৈরি করতে হলে বিষয়ের (Subject) সব এলাকাতে (Area) অবাধ বিচরণ করার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকতে হবে। কিন্তু এই ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা বড়োই অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর ও শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক স্বার্থে এর প্রাসঙ্গিকতা কোনো অংশে কম নয়।

- (১) মূল্যায়নের আধুনিক রৌপ্যসমূহের বিষয়ে উল্লেখ করো এবং এদের মধ্যে যে কোনো একটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।
(২) গ্রেড পদ্ধতি কী? এর প্রকারভেদ ও কৌশলগুলি বর্ণনা করো।
(৩) প্রশ্নভান্দার বা প্রশ্ন-ব্যাঙ্ক কাকে বলে? এর তথ্যসমূহ ও প্রস্তুত করার পদ্ধতি আলোচনা করো।

- (১) গ্রেড পদ্ধতির ধারণা উল্লেখ করো।
(২) গ্রেড নির্ণয়ের কৌশলটি লিপিবদ্ধ করো।
(৩) আপেক্ষিক গ্রেড ও চরম গ্রেড বলতে কী বোঝো?
(৪) প্রশ্নভান্দার বা প্রশ্ন-ব্যাঙ্ক প্রস্তুতির কৌশলটি উল্লেখ করো।

